পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর

টকিং পয়েন্টস

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম, ২৭-২৮ মার্চ ২০০৮, ১৩-১৪ চৈত্র ১৪১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান,
সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাগণ,
সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম ও সুপ্রভাত

- আজকের এই সভায় আপনাদের মাঝে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে সমবেত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।
- ইতোপূর্বে আপনাদের মাঝে আমার আসার কর্মসূচি ছিলো। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' আঘাত হানার কারণে ওই কর্মসূচি পিছিয়ে দিতে হয়েছে।
- বাংলাদেশের মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের রয়েছে অনন্য অবস্থান। এ যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি। ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনাচরণে বৈচিত্রময় বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষ এই অঞ্চলে বাস করে। সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক। তাই বসবাসরত ছোট-বড় সকল গোষ্ঠীর বর্ণালি বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণ করতে হবে, সমুন্নত রাখতে হবে তাদের অধিকার। এ-ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কোনো সংশয় নেই।
- আপনারা জানেন, দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য বজায় রেখে এ অঞ্চলে বসবাসরত সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত রাখতে ১৯৯৭ সালে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
- তারই ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যেই কিছু সরকারি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে। গত প্রায় এক দশকে চুক্তি বাস্তবায়নে বহুবিধ সরকারি পদক্ষেপের মধ্যে আমি কয়েকটির কথা উল্লেখ করতে চাই। চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যাগত ৬৫ হাজার শরণার্থী পরিবারকে ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও ভূমি কমিশন গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এবং জেলা পরিষদসমূহ ক্রমেই পার্বত্য জেলাগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। হস্তান্তরযোগ্য অনেক বিষয় জেলা পরিষদগুলোর কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। আরো ৬টি বিষয় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।
- ভূমি সম্পর্কিত সমস্যা এ অঞ্চলের একটি অন্যতম সমস্যা। নানাবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে ভূমি কমিশন এতদিন ঠিকমতো কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে নাই। সম্প্রতি চেয়ারম্যানের পদটিও খালি রয়েছে। সরকার এই পদটি দ্রুত পূরণের ব্যবস্থা নিচ্ছে। এই অঞ্চলে । তাছাড়া সরকার ভূমি কমিশনকে ঢেলে সাজানো, একে কার্যকর করা এবং এর কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে পরিচালনার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করছে। ১৯৮৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপের কাজ শুরু হয়েছিল। তবে তা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদেরকে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন আমাদের সকলের সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস।
- শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কাজ করার জন্য সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। অন্যদিকে শরণার্থী পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান শরণার্থীদের বিষয়াদি দেখাশোনা করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় এনে পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে। জনসংহতি সমিতির ৭০৫ জন সদস্যকে বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি প্রদান করা হয়েছে। সরকারি চাকরি এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গৃহীত হয়েছে ব্যাপক কর্মসূচী। এসবই সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের ফলশ্রুতি।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সে অবস্থার আজ বহুলাংশে উত্তরণ ঘটেছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি সঙ্কুচিত হয়েছে। জাতিগোষ্ঠী, ভাষা-সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, এ অঞ্চলের সকল মানুষই বাংলাদেশের নাগরিক। তাই তাদের শান্তি-শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। আমরা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে চাই যেখানে সকল জনগোষ্ঠী পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিতে এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সহ-অবস্থানের মাধ্যমে প্রগতির পথে একসাথে এগিয়ে যাবে। আসুন, আমরা অবিশ্বাস ও সংশয়ের কন্টকাকীর্ণ পথ পরিহার করে পারস্পরিক বিশ্বাস ও অভিন্ন সমৃদ্ধির ফুলেল পথে অগ্রসর হই।
- দারিদ্র ও অনুন্নয়ন বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। দেশের অন্যান্য স্থানের মতো এই অঞ্চলের পশ্চাৎপদতা দূর করে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিশেষ প্রয়াস চালাচ্ছে। এখানে আমি এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পরিচালিত কিছু সরকারি কর্মসূচী সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে এ অঞ্চলের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে ২০০৬-০৭ পর্যন্ত মোট ৯ বছরে পার্বত্য তিন জেলার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ১ হাজার ২ শত ৬৯ কোটি টাকা।

চলতি অর্থ-বছরে তিন পার্বত্য জেলার জন্য মোট উন্নয়ন বরাদ্দের পরিমান ২৬০ কোটি টাকা। এছাড়া খাদ্য ও অর্থ সাহায্য দ্বারাও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা হয়েছে।

- এ অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একাধিক উন্নয়ন সহযোগী সহায়তা দিচ্ছে। এদের মধ্যে এডিবি, ইউএনডিপি ও ইউনিসেফ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া অনেক এনজিও-ও এখানে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এসকল উন্নয়ন সহযোগী ও এনজিওদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তবে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে। সরকার ও এনজিওদের কাজে যাতে দ্বৈততা সৃষ্টি না হয় এবং অপচয় যাতে পরিহার করা যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- তিন পার্বত্য জেলায় শিক্ষার হার জাতীয় হারের চাইতে কিছুটা কম। বিভিন্ন উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও এই হারের পার্থক্য রয়েছে। সরকার তাই এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তবে ভৌগলিক অবস্থানের বিশিষ্টতার কারণে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রযোজ্য পরিকল্পনা এখানকার জন্য যথাযথ কী না, সেটা ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, বড় শহরগুলোর বাইরে এ অঞ্চলের উপজেলাসমূহে জনসংখ্যার স্বল্পতা রয়েছে। তাছাড়া, প্রত্যন্ত ও বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোতে মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করছে। তাই এখানে অধিক হারে বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পরীক্ষা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।
- জীবন ও জীবিকার উন্নয়নের লক্ষ্যেও সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। পার্বত্য অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতি রেখে রাবার, কমলা, আম, আনারস ও চা-চাষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এসমস্ত প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন হলে সংশ্লিষ্টরা বিপুলভাবে উপকৃত হবে। সরকারের অর্থায়নে পার্বত্য চট্টগ্রামে আখ চাষের বিষয়ে একটি গবেষণা ও পরীক্ষামূলক প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। আমি মনে করি, এ অঞ্চলে আখ ও চা বাগান করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সম্প্রতি কেউ কেউ এখানে কফি চাষ করার চেষ্টা করছেন জেনেও আমি আশান্বিত।
- আমি জেনেছি, সম্প্রতি রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের ৭টি উপজেলায় বাঁশের ফুল ফোটার কারণে ইঁদুরের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। ইঁদুর ফসল নষ্ট করে এলাকার মানুষের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে সরকার ইতিমধ্যেই আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় বড়মাপের খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর একটি যৌথ মূল্যায়ন মিশন পরিচালিত হবে। এর ভিত্তিতে সরকার আরও ব্যবস্থা নিবে।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি বড় শর্ত হলো উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ। উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার পর্যাপ্ত সুযোগ ন্যায্য মূল্য পাওয়ার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই উৎপাদনকারী এলাকাগুলোয় সংযোগ সড়ক নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোকে মনোযোগী হতে হবে। এর ফলে ফসল ও পণ্যের ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা সহজেই তাদের পণ্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিক্রি করতে পারবে। যে কয়টি উপজেলার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ নেই, সেগুলোর সঙ্গেও সড়ক সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ইতিমধ্যে নানিয়ারচরে বুড়িঘাট সেতু নির্মাণের মাধ্যমে নানিয়ারচর ও লংগদুকে সংযুক্ত করা হচ্ছে। রুমা সংযোগ সড়কে সাঙ্গু নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্যও দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
- এখানে যে উপজেলাগুলোতে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়ি ও বরকলে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। দুর্গম পাহাড়ি গ্রামে সৌর-বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের মালিকানাধীন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড প্রকল্প পরিচালনা করছে। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন এনজিও এলাকার মানুষকে সাশ্রয়ী মূল্যে সৌর বিদ্যুৎ ক্রয়ের সুবিধা দিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সৌর বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার বাড়ানোর প্রচুর সুযোগ রয়েছে। বিচ্ছিন্ন ও দুর্গম বসতিতে বিদ্যুতের ব্যবহার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনবে। কাজেই সৌর বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- যোগাযোগের আরেকটি আধুনিক মাধ্যম হলো টেলিযোগাযোগ। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজেলাগুলোতে ডিজিটাল ব্যবস্থা নেই। তাই এসব উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের বিষয়টি সরকার সম্পদের প্রাপ্যতার নিরিখে বিবেচনা করবে। আমি শুনেছি মোবাইল ফোন এ এলাকার জনগণের একটি পুরানো দাবী। সরকার এ ব্যাপারে ইতবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অচিরেই এখানে প্রাথমিকভাবে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পৌর এলাকায় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি।
- পর্যটন শিল্পে প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি এই অঞ্চলের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এখানে রয়েছে পাহাড়, বনভূমি, নদী ও হ্রদ। ব্যতিক্রমী সবুজ পাহাড়ের চূড়ায় বিচরণশীল মেঘমালা আর নীচে নদী ও হ্রদে পানির খেলা। এখানে রয়েছে মনোমুগ্ধকর কাপ্তাই হ্রদ, শুভলঙের পাহাড়ি ঝর্ণা, চিম্বুকের পাহাড়শ্রেণী, রুমার উঁচু পাহাড়ের শৃঙ্গ কেওক্রাডং, তাজিংডং এবং বগা লেক। এ যেন ইকো-ট্যুরিজমের এক স্বর্গরাজ্য। এর বাইরেও এই এলাকায় রয়েছে অনেক দর্শনীয় স্থান। রয়েছে স্থানীয় পাহাড়ি জনগণের বর্ণালী সংস্কৃতি, নৃত্য ও সঙ্গীত, হস্তশিল্পের আকর্ষণীয় পণ্য। তাই এ অঞ্চলে রয়েছে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা। সরকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন না ঘটিয়ে এখানে পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশে বিশেষভাবে আগ্রহী। এখানে বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। এই প্রক্রিয়ায় সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকে আমরা স্বাগত জানাবো।
- স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি এলাকার ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যেমন হেডম্যান ও কারবারীরা এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ও উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। আমি এ ব্যাপারে তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। আমি শুনেছি, হেডম্যানদের কাজের পারিশ্রমিক অত্যন্ত নগণ্য। সরকার এ বিষয়টি অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করছে এবং হেডম্যান ভাতা বাড়ানোর ব্যাপারে অচিরেই সিদ্ধান্ত নিবে।
- আপনারা জানেন, সম্প্রতি তিন পার্বত্য জেলায় আদালত স্থাপনের জন্য উচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে। সরকার এই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্পন্ন করবে। আমি আশা করি, শীঘ্রই রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে জজ কোর্ট চালু হবে।
- আপনারা এই মনোরম ও বৈচিত্রময় পার্বত্যভূমির গর্বিত অধিবাসী। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের মানুষের প্রীতিময় সহ-অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অঙ্গনে পারস্পরিক সহযোগিতা, এই অঞ্চলকে অগ্রগতির উচ্চতম ধাপে নিয়ে যেতে পারে। আপনাদের মধ্যে মানবিক ও

প্রাকৃতিক সকল সম্পদই রয়েছে, একই সাথে রয়েছে উন্নয়নের অমিত সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে বর্তমান সরকার সম্ভাব্য সবকিছু করতে প্রস্তুত আছে।

- আপনারা সবাই ভালো থাকুন, উপজাতীয়-অউপজাতীয়, পাহাড়ি-বাঙালি সবার মঙ্গল ও কল্যাণ হোক, আপনাদের সবার জীবন আপন বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হোক, এই কামনাই করি। একই সাথে আগামী ডিসেম্বরে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ-জাতির গণতান্ত্রিক উত্তরণ সফল হোক, সেজন্য সরকার প্রধান হিসেবে আমি শ্রেণী, পেশা, অবস্থান নির্বিশেষ আপনাদের সবার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি। আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
- আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

.....